নারী শিক্ষার্থীকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়ে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক



সংগৃহীত ছবি

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে অনৈতিক প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে কিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক ‘কোর্স ইন্সট্রাক্টর’ পদ থেকে কোটা আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক রহমত আলীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিযোগসংক্রান্ত মেসেজের স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর জার্মানিভিত্তিক সংস্থাটি এই সিদ্ধান্ত নেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. শওকাত আলী জানিয়েছেন, অভিযোগ ওঠার পর সংস্থাটি জরুরি বৈঠক করে রহমত আলীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। যেহেতু তার নিয়োগ ও বেতন সংস্থাটির অধীন, তাই তার স্থলে নতুন ইন্সট্রাক্টর নিয়োগ দেওয়া হবে।

অভিযুক্ত রহমত আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। তিনি সদ্য বিলুপ্ত হওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মহানগর কমিটির সদস্য সচিবও ছিলেন। কয়েক মাস আগে ‘বিআরইউআর-জিআইজেড-কেআইকে’ সহযোগিতা প্রকল্পের আওতায় অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা সহায়ক কর্মসূচিতে ইন্সট্রাক্টর হিসেবে যোগ দেন।

এর আগে গত ১৯ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক নারী শিক্ষার্থীর সঙ্গে তার মেসেঞ্জারে কথোপকথনের স্ক্রিনশট প্রকাশিত হয়। ঢাকার একটি কলেজের শিক্ষার্থীও অনুরূপ অভিযোগ এনে রহমতের সঙ্গে কথোপকথনের স্ক্রিনশট প্রকাশ করেন।

এদিকে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, দায়িত্বে থেকেও রহমত আলী নিয়মিত ক্লাস নিতেন না। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই তার অধিকাংশ সময় ব্যয় হতো। তার কোর্সের শিক্ষার্থী মো. রাসেল বলেন, “তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতেন না। যখন ইচ্ছা হতো, তখন আসতেন।”

অভিযোগের বিষয়ে জানতে রহমত আলীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. ফেরদৌস রহমান এ বিষয়ে বলেন, “অপকর্মের জন্য কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইকোর্ট অনুমোদিত যৌন নির্যাতন সেল রয়েছে। সেখানে অভিযোগ এলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব।”